সেন্ট্রাল ক্যালকাটা সায়েন্স এন্ড কালচার অর্গানাইজেশন

আনন্দভবন, ১০ডি, আনন্দ পালিত রোড, এন্টালি, কলকাতা - ৭০০০১৪

দূরভাষ - ০৩৩-২৫৯২ ৫২৮১, ৭১৪৮ ১৫১৫, ৭০০১৯৬৯৫২২, ccscoy@rediffmail.com; www.ccscoy.in

সায়েন্স এন্ড কালচার অর্গানাইজেশানের সাংস্কৃতিক স্তম্ভ

অধ্যাপক পবিত্র সরকার
উপদেষ্টা

কেন আবৃত্তি করবে, কেন নাটক করবে ছেলেমেয়েরা ? তার সংক্ষিপ্ত উত্তর মানুষ যে মানুষ সেটা প্রমাণ করে তার সাহিত্য, সংগীত, ভাস্কর্য, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদি। তার সৃষ্টি ও আস্বাদন এবং অভিকরণ (performance) সবই মানুষের কাজ। নইলে মানুষ, মানুষ বলে গণ্য হতে পারে না। আমরা ঠিকমতো কথা বলতে পারিনা। উচ্চারণ ঠিক জানিনা, বাক্য শেষ করিনা, কথার শেষটা অস্ফুট থাকে। এলোমেলোভাবে কথা বলি মানুষের অনন্য উপার্জন যে ভাষা তার ব্যবহারই ঠিকমতো করতে পারিনা। ভাষাই মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে পৃথক করে। সেটাই যদি ঠিকমতো ব্যবহার করতে না পারি, তাহলে মানবজীবনটাই পুরো সার্থকতা পায়না। আবৃত্তি আমাদের ভাষার সঠিক ব্যবহার শেখায়। তা প্রথমত শেখায় ভাষার শরীরটা ঠিক মতো আয়ত্ত করতে, অর্থাৎ তার উচ্চারণ ঠিক ঠিক করতে। কথাটার অর্থ ঠিক ঠিক জোর দিয়ে সুন্দর করে প্রকাশ করতে। আবৃত্তি করা হয় মূলত কবিতার। কবিতা হল মানুষের চিন্তা ও আবেগের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। কাজেই আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েরা মানুষের চিন্তাভাবনা আবেগের সবচেয়ে সুন্দর ও মহৎ নমুনাগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়। তা তাদের জীবনের ভিতর-বাহিরকে সুন্দর করে। কাজেই আবৃত্তি কেন করবে এ নিয়ে প্রশ্নটাই অবান্তর।

কাজল কুমার সুর
সহ সভাপতি

আমার প্রিয় Science এন্ড Culture এর সদস্য বৃন্দ, দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে আমি এবং আমরা এই সংস্থায় শিল্পী গড়ার কাজ করে চলেছি। একদম প্রথম থেকে যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত তারা ধীরে ধীরে শীর্ষে এসেছে। আমি গর্বিত যে আমি এই সংস্থায় যুক্ত। নতুন সদস্যদের একটু এগিয়ে দিতে আমি বদ্ধ পরিকর। শুভেচ্ছা রইল।

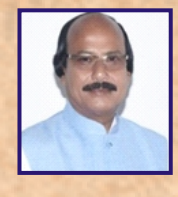

নিমাই চন্দ্র প্রামাণিক
মুখ্য সাধারণ সম্পাদক

সায়েন্স এন্ড কালচার অর্গানাইজেশন স্থাপিত হয় ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬। শুরু থেকেই সংস্থা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অঙ্গনে নিজেকে উন্মোচিত করে তোলার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। সংস্থা সদস্য ও সদস্যাদের নিয়ে নিরলস প্রচেষ্টা করে চলেছে তার সেই লক্ষ পূরণ করার উদ্দেশ্যে। আমরা গর্বিত যে আমাদের এই দীর্ঘ চলার পথে বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভ করেছি। সংস্থা সকলের জন্য ভবিষ্যতেও আরও অনেক সাংকৃতিক নিদর্শন তুলে ধরবে। তাই সংস্থার সকল সদস্য ও সদস্যাদের সুশৃঙ্খলভাবে একসাথে পথ চলার ও নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলার সাদর আহ্বান জানাই।

রীতা পাল
সাধারণ সম্পাদিকা

সায়েন্স এন্ড কালচার অর্গানাইজেশান জন্মলগ্ন থেকেই সংস্কৃতির মূল তিনধারা আবৃত্তি, নৃত্য ও সংগীত নিয়ে নিরন্তর চর্চা করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত প্রতিভাদের অন্বেষণ করে সংস্থা তাদের সঠিক পথের দিশা দেখিয়ে চলেছে। ভারতবর্ষের প্রথিতযশা শিল্পীদের দ্বারা সংস্থার সকল সদস্য ও সদস্যাদের সঠিক অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের সাংস্কৃতিক প্রতিভাকে আরও দৃঢ় ও মজবুত করে তোলার চেষ্টা করে চলেছে। সদস্য ও সদস্যাদের উৎসাহিত করার জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে আবৃত্তিরত্ন, শিরোমণি, শিরোপা, আবৃত্তি সেরা প্রতিভা প্রভৃতি পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়ে থাকে। এছাড়া সারাবছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দেওয়া হয়। সংস্থার পক্ষ থেকে সকল সদস্য ও সদস্যাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

অনুপম চট্টোপাধ্যায়
সাংস্কৃতিক সম্পাদক

আপনি যদি একজন শিল্পী মনস্ক হন এবং আপনার যদি অধ্যবসায় থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই সায়েন্স এন্ড কালচার অর্গানাইজেশানে যুক্ত হবেন। একমাত্র এই সংস্থাই পারে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকৃত শিল্পী মনস্কদেরকে তুলে এনে তাদেরকে শিল্পী রূপে প্রতিষ্ঠা করতে। আপনার শিল্পকে পরিস্ফুটিত করার জন্য সংস্থা যেমন আপনাকে সারা বছর ধরে মঞ্চ দেবে তেমনি আপনার বাচিক উন্নতির জন্য নিয়মিত প্রথিতযশা শিল্পীদেরকে এনে কর্মশালার আয়োজনের ব্যবস্থাও করবে। আপনাদের নিয়মানুবর্তিতা, অধ্যবসায় এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অর্গানাইজেশানকে সমস্ত শিল্পীদের কাছে একটা ভরসার জায়গায় পরিণত করুক এই আশা রাখি। ধন্যবাদ।

অমিতা ঘোষ রায়
সাংস্কৃতিক সহ-সম্পাদিকা

সায়েন্স এন্ড কালচার অর্গানাইজেশান দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে দেশে ও দেশের বাইরে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিকে সমগ্র যুব সমাজের অগ্রগতির পথ নির্দেশক হিসেবে কাজ করে চলেছে। প্রত্যাশিত যে সংস্থার নতুন সদস্যগণ এই বিশাল কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত রেখে ঋদ্ধ হবেন এবং সংস্থার অগ্রগতির পথের সহায়ক হবেন।

প্রীতিশেখর
সাংস্কৃতিক সহ-সম্পাদক

আমার চার দশকের শিল্পজীবনের প্রায় আড়াই দশক প্রিয় এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছি। নানান বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কর্মশালার মধ্য দিয়ে সকলকে দক্ষ ও পরিশীলিত করে গড়ে তোলাই এই সংস্থার লক্ষ্য। প্রবীণ ও নবীন সদস্যদের সমন্বয়ে সংস্থা আরো এগিয়ে চলুক।

বিপ্লব মুখোপাধ্যায়
রাজ্য সমন্বয়কারী

নমস্কার, আমি বিপ্লব মুখার্জী গত পঁচিশ বছর ধরে CCSCOY সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছি, আমার সাংস্কৃতিক জীবনে এই সংস্থার অবদান অপরিসীম, তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে সংস্থার প্রতি এবং তার কর্ণধার মাননীয় শ্রী নিমাই চন্দ্র প্রামাণিক ও মাননীয়া রীতা পাল-এর প্রতি ঋণ স্বীকার করছি, আমার মাধ্যমে যাঁরা এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই প্রতিভার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে CCSCOY এর অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন।

দেবাশীষ ধাড়া
রাজ্য সমন্বয়কারী

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই CCSCOY সংস্থার দুই কাণ্ডারী শ্রী নিমাই চন্দ্র প্রামাণিক এবং শ্রীমতি রীতা পাল মহাশয়াকে। বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই সংস্থা আজ শুধু রাজ্যে নয়, দেশ এবং দেশের বাইরেও কর্মকাণ্ড প্রসারিত করেছে। কলকাতা এবং শহরাঞ্চলের বাইরে প্রান্তিক মানুষদের পাদপ্রদীপের আলোয় আনার ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান। এমনি ভাবেই ২০০০ সালে প্রথম আবৃত্তি সেরা প্রতিভা পুরস্কারে সম্মানিত করে বাচিক শিল্পে আমার পরিণমন ও পরিচয় ঘটিয়েছে। আমি কৃতজ্ঞ, আমি গর্বিত ২৭ বছর ধরে আমি এই প্রতিষ্ঠানের একজন সদস্য।

সায়েন্স এন্ড কালচার অর্গানাইজেশান নিবেদিত আবৃত্তি ও শ্রুতি নাটকের কর্মশালা উপলক্ষে জীবনানন্দ সভাঘর ও অবনীন্দ্র সভাগৃহে উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য আবৃত্তিকার শ্রী প্রদীপ ঘোষ ও প্রখ্যাত ভাষাবিদ্ শ্রী পবিত্র সরকার, বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী শ্রী জগন্নাথ বসু, উর্মিমালা বসু ও কাজল সুর।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং আবৃত্তি রত্ন সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার ব্রততী বন্দোপাধ্যায়।

জাতীয় কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, দেবাশীষ বসু ও কাজল সুর এবং আবৃত্তি ও নাটকের কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বাংলা চলচিত্র জগতের বিশিষ্ট অভিনেত্রী শ্রীলা মজুমদার।

বাচিক কর্মশালা উপলক্ষে মৌলালী রাজ্য যুবকেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকার দেবশংকর হালদার, দেবাশীষ বসু, প্রখ্যাত লেখক শ্রী সুবোধ সরকার ও বাচিক শিল্পী কাজল সুর।

মৌলালী রাজ্য যুবকেন্দ্রে সংস্থার সদস্য ও সদস্যাদের সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন
প্রখ্যাত লেখক শ্রী সুবোধ সরকার ও আরও এক নাটকের কর্মশালায় শিশির মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকার গৌতম হালদার

শিশির মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকার শ্রীমতি শাঁওলী মিত্র এবং আর এক কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক স্নেহাশীষ শূর।

বিভিন্ন কর্মশালায় আবৃত্তি আচার্য শ্রী উৎপল কুন্ডু এবং সঙ্গীতজ্ঞ শ্রী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী অলোক রায় চৌধুরী

রবীন্দ্রসদনে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্রীমতি মমতাশঙ্কর ও তনুশ্রীশঙ্কর

প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক রাজ চক্রবর্তী এবং মন্ত্রী শ্রী রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে
শিরোমণি, শিরোপা, সেরা প্রতিভা প্রভৃতি সম্মান গ্রহণ করছেন সদস্য ও সদস্যারা।

রজত আলোকে অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'আবৃত্তি সেরা প্রতিভা'
সম্মানে ভূষিত অর্গানাইজেশানের সদস্য ও সদস্যা